🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

পথ অবরোধে জনগণের চূড়ান্ত ভোগান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা | কলকাতা, ১৫ নভেম্বর

প্রতিবাদের ভাষা যখন রাজপথের গতি রোধ করে, তখন তার সবচেয়ে চড়া মাশুল চোকাতে হয় সাধারণ মানুষকে। যেকোনো তুচ্ছ ইস্যুকে কেন্দ্র করে আচমকা রাজপথ স্তব্ধ করে দেওয়ার জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ে শহরের ব্যস্ততম সড়কগুলোকে অবরুদ্ধ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের এই নেতিবাচক কৌশল বর্তমানে আমজনতার প্রাত্যহিক জীবনে এক মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি করেছে।

প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের মতে, হুটহাট রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখানোর এই প্রবণতা বর্তমানে রাজ্যের এক অস্বাস্থ্যকর সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আচমকা এই অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি দিশাহারা হয়ে পড়েন প্রবীণ নাগরিক, শিশু এবং জরুরি কাজে বেরোনো মানুষজন। থমকে থাকা যানবাহনের দীর্ঘ সারিতে আটকা পড়ে অনেক সময় মুমূর্ষু রোগী বা পরীক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ঘোর অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থেকে তৃষ্ণা মেটানোর জল ও ন্যূনতম আহারের অভাবে বহু মানুষ মাঝরাস্তাতেই চরম অসুস্থ বোধ করেন। এর পাশাপাশি, দিন-আনা দিন-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রে এই অপ্রত্যাশিত সময় নষ্ট বিপুল আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেও দীর্ঘক্ষণ সমাধান অধরাই থেকে যায়, উলটে পরিস্থিতি অনেক সময় খণ্ডযুদ্ধের চেহারা নেয়। এই নৈরাজ্যের প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত সমাজকর্মী অহেলী দে স্পষ্টভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, নিছক আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধারণ নাগরিককে জিম্মি না করে, সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলনকারীদের ডেপুটেশন জমা বা প্রশাসনিক বৈঠকের মতো আইনি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বেছে নেওয়া উচিত।

বৃহত্তর নাগরিক স্বার্থকে বিঘ্নিত করে নিজেদের দাবি আদায়ের এই মর্মান্তিক প্রবণতা রুখতে প্রশাসনকে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আপামর জনতাকে চূড়ান্ত বিপাকে ফেলে রাজপথ অবরুদ্ধ করার এই রীতি কোনোভাবেই সভ্য সমাজের কাম্য হতে পারে না।